সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2012

ম্যানেজিং কমিটির সভা

কুমিল্লায় কলেজ শিক্ষককে গালাগালের পর পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় এমপি

- তোপের মুখে এমপির এলাকা ত্যাগ
- কলেজ ৭ দিন বন্ধ ঘোষণা

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লা সদরে চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মমিনুল হক চৌধুরীকে ম্যানেজিং কমিটির সভায় অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালির পর কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় এমপি নাছিমুল আলম চৌধুরীর নির্দেশে পুলিশ গতকাল দুপুরে গ্রেফতার করে। শিক্ষক মমিনুল ও তার ভাই সাবেক সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালের ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর তোপের মুখে এমপি ওই এলাকা দ্রুত ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৭ দিন কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দ্রুত বিচার আইনে কলেজ অধ্যক্ষের দায়ের করা একটি মামলায় শিক্ষক মমিনুলকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ

ম্যানেজিং : পৃষ্ঠা : ১৫ ক

ম্যানেজিং : কমিটির সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোতায়েন করা হয়েছে। জানা যায়, সাবেক সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরীর পিতার প্রতিষ্ঠিত চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ নিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে সংকট চলে আসছিল। এরই মধ্যে কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে অধ্যাপিকা শাহরিয়ার আক্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে অধ্যক্ষ পদে আবু নোমান খন্দকারকে নিয়োগ দেয়া হয়। ওই নিয়োগ আইনের বাইরে বলে মমিনুল হক চৌধুরী অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির রেজুলেশনে স্বাক্ষর না করায় অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরে অনিয়মের অভিযোগ তুলে স্থানীয় লোকজন ওই কলেজের জানালার কাচ ভাঙার ঘটনা ঘটায়। ওই ঘটনায় কলেজ সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য নজরুলের নির্দেশে অধ্যক্ষ আবু নোমান খন্দকার বাদী হয়ে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর শিক্ষক মমিনুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করেন। কলেজ শিক্ষকরা জানান, ওই ঘটনায় মমিনুল হক চৌধুরী জড়িত নন বলে কলেজ অধ্যক্ষকের সঙ্গে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আপসনামা করা হয়। কিন্তু তিনি অজ্ঞাত কারণে মামলাটি প্রত্যাহারের পদক্ষেপ না নিয়ে তা ঝুলিয়ে রাখেন। শিক্ষকরা আরও জানান, গতকাল সকাল ১১টায় কলেজে ম্যানেজিং কমিটির সভায় সভাপতি নাছিমুল আলম তার বক্তব্যের একপর্যায়ে আকস্মিকভাবে শিক্ষক মমিনুল হক চৌধুরীকে 'ব্লাডি ম্যান অব বীচ' এবং তার ভাই মনিরুল হক চৌধুরীকে উদ্দেশ করে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেন। একপর্যায়ে থানার কর্মকর্তাকে ডেকে মমিনুল হক চৌধুরীকে দ্রুত বিচার আইনে অধ্যক্ষের দায়ের করা মামলায় কলেজ থেকে গ্রেফতার করিয়ে থানায় নিয়ে যান।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ আবু নোমান খন্দকার জানান, শিক্ষক ও এলাকার চেয়ারম্যানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হলেও পুলিশ দুপুরে তাকে কলেজ থেকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য নাছিমুল আলম চৌধুরী নজরুল জানান, প্রায় এক মাস আগে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে ফেল করে তিনি কলেজে ভাঙচুর করেন। এ ঘটনায় কলেজ অধ্যক্ষ আবু নোমান বাদী হয়ে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে থানায় মামলা দায়ের করেন। তাই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।